‘দেশ-বিদেশে অনলাইনের মাধ্যমে বাজার তৈরি করব’

ঘরে বসে নারীর অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। তরুণরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে অনলাইনে ব্যবসা করছে। তাদেরই একজন চরফ্যাশনের জাফরিন হোসাইন। লিখেছেন— **শিপু ফরাজী**

রাজধানীর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সায়েন্সের অর্নাস ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী জাফরিন হোসাইন। চরফ্যাশন উপজেলার ওচমানগঞ্জ ইউনিয়নের মেয়ে জাফরিন হোসাইন লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইনে ব্যবসাও করেন। তার বেড়ে ওঠা গ্রামে। বাবা আনোয়ার হোসেন পেশায় একজন শিক্ষক। মা নাছিমা আকতার গৃহিণী। জাফরিন হোসাইন ২০০৯ সালে চরফ্যাশনের পাশের উপজেলা লালমোহনের কর্তার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি, ২০১৫ সালে কর্তার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ২০১৭ সালে চরফ্যাশন সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। জাফরিন হোসাইন স্বল্প পুঁজি নিয়ে ফেসবুক পেজ অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেন। এরপর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে জাফরিন হোসাইন বলেন, ফ্যাশনকে নতুন মাত্রা দিতে ডিজাইনিংয়ে যোগ করেছি কিছু ফিউশন। প্রথম দিকে অনলাইনকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে মাধ্যমটি হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ের অন্যতম হাতিয়ার। শুরুতে পুঁজি সংকট, করোনার লকডাউনসহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়েছে আমাকে। এখন অনেকে অনলাইন ব্যবসায়ের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অনলাইনে কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন অনেকে। এ কারণেই অনলাইন ব্যবসা বেছে নিয়েছি। করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসাবে নিজেকে তৈরি করেছি। ২০২১ সালের জুন মাস থেকে অনলাইন ব্যবসা শুরু করি।

তিনি আরও বলেন, প্রথমে নিজের জমানো, পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে ধারদেনা করে ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করি। সেই টাকা দিয়ে বিভিন্ন শপ থেকে ডিসকাউন্টে বিভিন্ন ধরনের জর্জেট কাপড় কিনে নিজের ডিজাইনে পোশাক তৈরি করি। পরে সেসব পণ্য ফেসবুক পেজে পোস্ট দেই। ক্রেতারা আমার তৈরি পোশাক কিনতে আগ্রহী হন। অনলাইনে সামান্য লাভে এই পোশাকগুলো বিক্রি করি। ধীরে ধীরে বন্ধুদের ঋণ পরিশোধ করে দেই। ১ বছরে নিজের খরচ চালিয়েও প্রায় আড়াই লাখ টাকা পুঁজি করেছি। ভবিষ্যৎ আমার ডিজাইন করা বিভিন্ন পোশাক দেশ-বিদেশে অনলাইনের মাধ্যমে বাজার তৈরি করব। ■